চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
মোবাইল নং-০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

তারিখঃ -৩০ জুন'২১খ্রি.

করোনা মোকাবেলায় গঠিত কমিটির ৩য় সভায় মেয়র

সরকারি বিধিনিষেধ মানুন,
প্রয়োজনে আরো আইসোলেশন সেন্টার হবে

.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো.রেজাউল করিম চৌধুরী নগরবাসীকে আগামীকাল (১ জুলাই' ২০২১ খ্রি.) বৃহস্পতিবার থেকে সরকার ঘোষিত কঠোর লকডাউন কর্মসূচী পালনে নিজের সুরক্ষার স্বার্থে শতভাগ মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সংক্রমণ বাড়া স্বত্বেও আমাদের মধ্যে করোনা নিয়ে এখন ভীতি কেটে গেছে। এই প্রবণতা ভাল নয়। ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণও নগরবাসীকে সচেতন করতে সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে সচেতনতায় লিফলেট বিলির পাশাপাশি মাইকিং করা হবে। প্রয়োজনে আরো আইশোলেসান সেন্টার স্থাপন করা হবে। তিনি আজ বুধবার (৩০ জুলাই ' ২০২১ খ্রি.) দুপুরে নগরীর টাইগারপাশস্থ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরশেন কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে করোনা ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম কমিটির তৃতীয় সভায় সভায় সভাপতির বক্তব্যে এ কথা বলেন। কর্পোরেশেনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা.সেলিম আকতার চৌধুরীর সঞ্চলনায় সভায় আরো বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরশেনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলম, বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক ডা. হাসান শাহরিয়ার কবির, কাউন্সিলর ড.নিছার উদ্দিন আহমেদ মঞ্জু, শাহেদ ইকবাল বাবু, সিভিল সার্জন শেখ ফজলে রাব্বী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) এ.এস.এম জামশেদুল খন্দকার, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ডা. রাজীব পালিত প্রমুখ।

বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক ডা.হাসান শাহরিয়ার কবির বলেন, আমাদের এবার যে কোন ভাবে সরকারি নির্দেশনা মানতে হবে। না হয় বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বলেন গতকালও চট্টগ্রাম বিভাগে ১৫ জনের মতো মৃত্যুবরণ করেছে। আজ (৩০ জুন) সংক্রমণের হারও ২৯ শতাংশ। কাজেই অযথা ঘুরাঘুরি বন্ধ করা ও মাস্ক পরিধানের বিকল্প আর কোন পথ নাই। হাসান শাহরিয়ার কর্পোরেশন স্থাপিত আইসোলেশান সেন্টার ভাল ভূমিকা রাখেছে বলে উল্লেখ করেন। বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক শাহরিয়ার নগরবাসীকে সাবধানতা অবলম্বনের পাশাপাশি আতংকিত না হওয়ার আহবান জানান। তিনি বলেন, আমাদের কাছে এখনো পর্যাপ্ত অক্সিজেন সংগ্রহ আছে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরশেনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলম বলেন আমাদের দায়িত্ব হলো সরকারি নির্দেশনা পালন ও বাস্তবায়ন করা। তবে কর্পোরেশনকে নগরবাসীর স্বার্থে জরুরি সেবা সমূহ চালু রাখতে হবে। যেমন নগরের স্বাস্থ্যসেবা ও পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম।

কর্পোরেশেনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা.সেলিম আকতার চৌধুরী সাবেক মেয়র মনজুর আলম তাঁর প্রতিষ্ঠান আলহাজ মোস্তফা হাকিম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে নগরীর গুরুতর কোভিড রোগীদের চিকিৎসার জন্য বিনামূল্যে কর্পোরশেনের স্বাস্থ্য বিভাগকে অক্সিজেন সরবরাহ করতে চায় বরে অভিহিত করেন।

সভাপতির বক্তব্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ রেজাউল করিম চৌধুরী আরো বলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরশেনের স্বাস্থ্যবিভাগ করোনার টিকা প্রদানের ক্ষেত্রে বেশ সাফল্য দেখিয়েছে। টিকা প্রদান কার্যক্রম শুরু হলে আবারো তারা ইতিবাচক ভূমিকা রাখবেন এটা আমার প্রত্যাশা।

মেয়র করোনাকালে নগরবাসীর চিকিৎসার সহায়তা একটি হটলাইন নাম্বার চালু আছে বলে জানান। হটলাইন নম্বর হল (৬৩৪৫৮৪)। তিনি নগরীর করোনা রোগীদের প্রয়োজনে কর্পোরেশনের চালু থাকা লালদিঘী পাড়ে স্থাপিত আইসোলেশন সেন্টার থেকে চিকিৎসা নেয়া যাবে উল্লেখ করেন। এখানে পর্যাপ্ত চিকিৎসক, নার্স ও স্টাফ সহ এম্বুলেন্স সার্ভিস, রোগীদের বিনামূল্যে খাবার ও ওষুধের ব্যবস্থা রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। কাজেই নগরবাসীকে কোন ধরণের আতংকিত না হয়ে নিজে ও অপরের সুরক্ষা নিশ্চিত করে চলতে আহ্বান জানান।

পলিথিন ব্যবহার বন্ধে তৎপর
হচ্ছে চসিকসহ সব সংস্থা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, পলিথিন আমাদের জন্য অভিশাপ। পরিবেশ ও নগরীর জলবদ্ধতা নিরসনে ওয়ার্ডওয়ারী কোন পলিথিন কারখানা আছে কিনা তা চিহ্নিত করে তা বন্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ স্ব স্ব ওয়ার্ডে কোন পলিথিন কারখানা থাকলে তার তালিকা পরিবেশ অধিদপ্তরের কাছে জমা দিতে বলেছেন। অসম্ভব বলে কিছু নেই। নগরবাসী ও ব্যবসায়ীদের পলিথিন ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করতে হবে। প্রয়োজনে মাইকিং ও লিফলেট বিতরণ করা হবে। তিনি আজ বুধবার (৩০জুন) সকালে নগরীর টাইগার পাসস্থ কর্পোরেশনের সম্মেলন কক্ষে 'পলিথিন মুক্ত চট্টগ্রাম' বিষয়ক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি কাউন্সিলর শৈবাল দাশ সুমনের সভাপতিত্বে ও চসিক সচিব খালেদ মাহমুদের সঞ্চালনায় এতে আরো বক্তব্য রাখেন চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শহীদুল আলম, বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক ডা. হাসান শাহরিয়ার কবির, পরিবেশ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম মহানগরীর পরিচালক মো. নুরুল্লাহ নুরী, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-কমিশনার এস.এম মোস্তাইন হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) আ.স.ম জামসেদ খোন্দকার, চট্টগ্রাম নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক লে. কর্ণেল মো. শাহ আলী, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটির সভাপতি কাউন্সিলর মো. মোবারক আলী প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র আরো বলেন, পলিথিন বন্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো চট্টগ্রাম নগরীকে জলাবদ্ধতা মুক্ত করা। নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রয়োজন পাহাড় কাটা বন্ধ করা, পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা, নির্মাণাধীন বহুতল ভবনের পাইলিং এর মাটি নালা-খালে ফেলা বন্ধ করার ব্যাপারে সব সেবা সংস্থাকে এ ব্যাপারে সমন্বিত পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তর পরিচালক মো. নুরুল্লাহ নুরী বলেন, আমরা সাধারণত ৫ ধরণের পলিথিন ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযান চালাই। মোটা পলিথিন ব্যবহার করা গেলেও নাগরিকদের যত্রতত্র পলিথিন না ফেলার জন্য সচেতন করতে হবে এবং পলিথিন ডাম্পিং করা ঠিক হবে না। তিনি চসিককে আবাসিক গৃহ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সবুজ ও লাল রংয়ের বিন সরবরাহের আহ্বান জানিয়ে বলেন, এতে করে আবর্জনার পাশাপাশি পলিথিনও আলাদা করা যাবে। নুরুল্লাহ নুরি পাহাড় কাটা বন্ধে অভিযান অব্যাহত রাখা হবে বলে জানিয়ে বলেন, নগরীর কিছু প্রভাবশালী মহল রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে পাহাড় কাটেন ফলে পলিথিনের মত পাহাড়ের বালিও জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে। অতিরিক্তি জেলা প্রশাসক আ.স.ম জামসেদ খোন্দকার ময়মনসিংহ জেলার সাফল্যের কথা উল্লেখ করে সমন্বিত উদ্যোগের পাশাপাশি পলিথিনের বিকল্প টিস্যু পেপারের থলে ব্যবহারে ব্যবস্থা নেয়া যায় বলে উল্লেখ করেন। নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প পরিচালক লে. কর্ণেল মো. শাহ আলী নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে পলিথিন বন্ধের পক্ষে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে বলেন। প্রয়োজনে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রত্যেক সেবাসংস্থাকে নিয়ে একদিন পলিথিন মুক্ত ও আবর্জনা পরিস্কারের কর্মসূচী গ্রহণ এবং পলিথিন বন্ধে জরিমানা ব্যবস্থা চালু করার প্রস্তাব করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আইন কর্মকর্তা মো. জসিম উদ্দিন, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী, প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সুদীপ বসাক, উপ সচিব আশেক রসুল চৌধুরী টিপু, নির্বাহী প্রকৌশলী মির্জা ফজলুল কাদের, উপ প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মো. মোরশেদুল আলম চৌধুরী, স্থপতি আব্দুল্লাহ ওমর প্রমুখ।

চসিক নারী ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত

আজ বুধবার বিকেলে নারী ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সংরক্ষিত কাউন্সিলর জেসমিন পারভীন জেসির সভাপতিত্বে চসিক সচিব-এর কার্যালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রতিটি ওয়ার্ডে পর্যায়ক্রমে নারীদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য সমাজের দরিদ্র ও বিধবা মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে প্রতিটি এলাকায় কমিটি গঠন ও যৌতুক বিরোধী প্রচার জোরদার এবং শিশুদের শিক্ষার উন্নয়নে এলাকায় বিভিন্ন

এনজিও সংস্থার কার্যক্রমের সাথে বৈঠক করে একটি সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। চসিক সচিব খালেদ মাহমুদের সঞ্চালনায় এতে আরো উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর পুলক খাস্তগীর, সংরক্ষিত কাউন্সিলর শাহীন আকতার রোজী প্রমুখ।

'পলিথিন মুক্ত চট্টগ্রাম' বিষয়ক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী।

সংবাদদাতা
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন,
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩